তারিখ ... 3 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৫

এ কে এম শাহনাওয়াজ

নোট-গাইড, কোচিং ও পরীক্ষার ফাঁস

আমরা কী ভয়ংকরভাবে জিপিএ-৫-এর পেছনে ছোটাচ্ছি আমাদের সন্তানদের। এখন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্কুলগুলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে জিপিএ-৫-এর রিলে রেসে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। অমুক স্কুল ১০০ ভাগ পাস করেছে, ৯০ ভাগ জিপিএ-৫ পেয়েছে। মানদণ্ডে উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠান আরও শক্তভাবে জিপিএ-৫-এর ছক তৈরি করে দিচ্ছে। ছাত্রছাত্রী কী শিখল তা বড় কথা নয়। পরীক্ষা পর্যন্ত ঠিক ছকে হাঁটল কিনা এটিই হচ্ছে বিবেচনার। অভিভাবকের সংকট দুটো— যারা বিশ্বাস করেন পিইসি আর জেএসসি পরীক্ষায় ভালো না করলে পছন্দমতো গ্রুপ নিতে পারবে না। পরবর্তী সময়ে পরীক্ষায়ও পিছিয়ে পড়ার আশংকা থাকছে। দ্বিতীয়ত, তাদের সন্তান জিপিএ-৫ না পেলে সামাজিক-পারিবারিক সম্মান হারাতে হবে। তাই খেয়ে না খেয়ে সংগ্রহ করো নোট-গাইড আর ছুটতে থাকো একের পর এক প্রাইভেট টিউটর অথবা কোচিং সেন্টারের কাছে। শিক্ষাব্যবস্থার এ ভয়ংকর ফাঁদে পড়ে শিশুশিক্ষার্থীরা জীবনের শুরুতেই হারিয়ে ফেলে সবুজ শৈশব। উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছুটে বেড়াতে শেখে না। প্রকৃতি আর পরিবেশের কাছ থেকে কিছু শেখার সুযোগই পায় না। শৈশব থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত এভাবে ছুটতে ছুটতে এসব দুর্ভাগা শিক্ষার্থী এসে হাজির হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এমন জিপিএ-৫ ও স্বর্ণখচিত-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা চার-পাঁচজনও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর পায় না তখন হৈচৈ ওঠে। পত্রিকায় নানা কিছু লেখা হয়। টিভি টকশোতে নানা টক-ঝাল কথা ওঠে। আর আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি তারা অভিজ্ঞতার আলোকে বলি, পাসের হার যদি এর চেয়ে বেশি হতো তাহলে আমরা বিস্মিত হতাম। কারণ যে ছকবন্দি লেখাপড়ায় পিইসি থেকে এইচএসসি পর্যন্ত পড়ে জিপিএ-৫ পাওয়া যায়, সেই পড়ায় ভর্তি পরীক্ষায় পাস আশির দশকে আমরা অধিকাংশ স্কুলের তত্ত্বাবধানে ক্লাস করে, বাড়িতে চর্চা করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতাম; আজ কেন নোট-গাইড আর কোচিং ছাড়া চলা যায় না? আমরা কি সমাজ ও শিক্ষাজীবনে অচল হয়ে পড়েছি? এখন না হয় শিক্ষা কারিকুলামে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তার জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ হতে পারে বা প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে শিক্ষককে। জীবন ধারণের প্রশ্নে শিক্ষককে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। এসব না করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চা আর মেধা বিকাশের জায়গাটিকে বিকলাঙ্গ করে দেয়ার জন্য নোট-গাইড আর কোচিংয়ের বিষবৃক্ষ রোপণের এত উৎসাহ কেন রাষ্ট্রপক্ষের, তা বুঝতে পারি না। এমন দুর্ভাগ্য খুব বেশি দেশের শিক্ষার্থীর বোধহয় নেই।

শিশু বয়স থেকে একজন শিক্ষার্থীকে মেধা বিকাশের পথ না দেখিয়ে, চিন্তার স্বাধীনতার দরজা-জানালা খুলে না দিয়ে যখন পরীক্ষার শেকলে বেঁধে ফেলতে চাই, তখন এর চেয়ে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না। সদ্য পিইসি-জেএসসির ফল প্রকাশের পর টিভিতে উৎফুল্ল শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের দেখলাম। পাশাপাশি পরীক্ষা-যোদ্ধা শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার দেখা গেল। ওদের অনেককেই যে ভালো গ্রেড নিয়ে পাস করার আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি সারাক্ষণ কোচিং আর পড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে বিষণ্ন বদনে, সে কথা জানাতেও ভুলল না। আমার কাছে সবচেয়ে অসহায় মনে হল এদেরই। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেউ কেউ এসব পরীক্ষার সুফল নিয়ে কথা বললেন। তাদের ভাষায়, এতে করে পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা-ভীতি কমে যাবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের দুর্ভাগা প্রজন্মের একটিই লক্ষ্য আর তা হচ্ছে পরীক্ষা দেয়া। আমরা বুঝতে চাই না এতে করে মননশীল ও শানিত মেধার প্রজন্ম হারাতে থাকব আমরা।

ইউরোপের ঐতিহাসিক কলিংউড গত শতকে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, তা হচ্ছে, ইতিহাস লিখবেন একমাত্র পেশাজীবী ইতিহাসবিদ। কারণ তিনিই জানেন এ বাস্তবতায় দেখছি এখন শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারণে প্রকৃত দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ ছাড়া বাকি সবাই মতামত দিচ্ছেন, বড় বড় নীতিনির্ধারণ করে ফেলছেন। আমাদের শুধু এর ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে শংকায় দিন কাটাতে হচ্ছে।

প্রায় অপ্রয়োজনীয় পিইসি ও জেএসসির ঝকঝকে ফলাফল নিয়ে যখন শহরের নামকরা স্কুলগুলোতে বাদ্য বাজিয়ে কৃতী শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক আর শিক্ষকরা উল্লাস করছেন, তখন পত্রিকার পাতা থেকে জানা গেল মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে জেএসসি পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে আসমা আক্তার নামে এক ছাত্রী। অভাবের সংসারে অনেক কষ্টে পড়াশোনার খরচ চালাতে হয়েছিল তার ভ্যানচালক বাবাকে। জেএসসির চাপ না থাকলে মেয়েটি হয়তো এসএসসি পর্যন্ত নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পেত। একই পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে কুমিল্লার মুরাদনগরে অন্তরা দেবনাথ নামে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।

এই দুই আত্মহত্যার দায় কে নেবে? আত্মহত্যা না করলেও এসব পরীক্ষার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় হতাশ হয়ে অনেকে ছিটকে পড়ছে শিক্ষাজীবন থেকে। এসব পরীক্ষা, কোচিং আর নোট-গাইডের উদগ্র প্রতিযোগিতা ক্রমে যেন জাতির গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ক্ষমতার রাজনীতির বিধায়করা উজ্জ্বল ফল-বিস্ফোরণ দেখিয়ে না হয় বলতে পারেন, তাদের আমলে এ এক বড় সাফল্য; আর প্রকৃত শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মননশীল মানুষ আতংকের সঙ্গে দেখেন কোন গহ্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। আজ ক্ষীণ কণ্ঠে যদি বলি, এসব খেলা বন্ধ করুন, দাপুটে শক্তির কাছে তা পাত্তা পাবে না। এখন প্রয়োজন সমস্বরে আওয়াজ তোলা।

এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com